যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 09 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

ভর্তিবাণিজ্য আর চাঁদাবাজি পাল্টাবে কি এ চিত্র

ইউনিভার্সিটি হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানকার ছাত্রনেতাদের আয়ের একটি বড় উৎস ছিল চাঁদাবাজি ও ভর্তিবাণিজ্য। স্বাধীনতা উত্তরকালে এ কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো দিন কোনো নীতিমালা মানা হয়নি। ভর্তির একটি কোটা বরাবরই ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা চাপের মুখে অসহায় হয়ে কিংবা অন্য কারণে ম্যানেজ হয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছেন। আর ছাত্রনেতা ভর্তিবাণিজ্যে কামিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে কামিয়েছেন ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। জগন্নাথ কলেজের এক সময়ের ছাত্র নেতা গালকাটা কামাল, তিব্বত, লোটন-জোটন, ভিপি সগীর, জিএস হালিমের নাম পুরান ঢাকার কে না শুনেছে। তাদের সবারই উত্থান-পতনের অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ চাঁদাবাজি আর ভর্তিবাণিজ্য। পুরান হৃদয়ে অবস্থিত এ কলেজ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তারা এখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন গোটা পুরান ঢাকার চাঁদাবাজি। ২০০৪ সালের নভেম্বরে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে পাকিজা প্রিন্টের কর্মচারীদের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে ইটের আঘাতে নিহত হন একজন পুলিশ কনস্টেবল। এরপর জগন্নাথের পিছনের গেটটি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়। এরও আগে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হন পুলিশ সার্জেন্ট ফরহাদ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্যাম্পাসের ভিতরের ডা. মিলন হলটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ইউনিভার্সিটি হওয়ার পরও এ চিত্র খুব একটি পাল্টাবে বলে মনে করছেন না সংশ্লিষ্টরা।

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির সামনেই [illegible]

বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ছাড়তো মাওয়া, দোহার ও নারায়ণগঞ্জগামী বাস। এছাড়া সদরঘাট থেকে মিরপুরগামী মিনিবাসগুলোও ছেড়ে যেতো সেখান থেকে। আর এসব রুটের সব বাস থেকে ছাত্রনেতারা আদায় করতো চাঁদা। এ চাঁদার টাকায় কয়েকজন ছাত্রনেতা পরিবহন

> জগন্নাথ কলেজের এক সময়ের ছাত্রনেতা গালকাটা কামাল, তিব্বত, লোটন-জোটন, ভিপি সগীর, জিএস হালিমের নাম পুরনো ঢাকার কে না শুনেছে। তাদের সবারই উত্থান-পতনের অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ চাঁদাবাজি আর ভর্তিবাণিজ্য

ব্যবসাতেও নেমে পড়েন। গত বছর একটি বাসের ধাক্কায় জনসন রোডের একজন গ্লাস ব্যবসায়ী নিহত হলে এলাকাবাসীর তীব্র প্রতিবাদের মুখে ভিক্টোরিয়া বাসস্ট্যান্ড বন্ধ হয়ে যায়। তবে বন্ধ হয়নি ছাত্রনেতাদের চাঁদাবাজি। মাওয়া আর দোহারের বাস

এখন চলে নয়াবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে আর অন্যান্য রুটের বাস ছাড়ে রায়সাহেব বাজার মোড় থেকে। সেই আগের মতোই বাসপ্রতি চাঁদা পায় ইউনিভার্সিটির ছাত্র নেতারা। সময় ও চাহিদামতো চাঁদা না মিললে হঠাৎ হঠাৎ হকি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় গাড়ির দরজা, জানালার কাচ। আর এই কাচ ভাঙাই হলো চাঁদা দাবির রেড সিগনাল। কিছু কিছু পরিবহন ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় নেতাদের মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত গাড়ি প্রবেশ করান। এর মধ্যে পার্ক লিংক পরিবহন অন্যতম। এছাড়া টাইটাইনিক বাসটি জগন্নাথের গেইটের সামনে স্টপেজ

বানিয়ে ব্যবসা করছে। সেখানে স্ট চালু রাখার জন্য তাদের নিয়মিত চ দিতে হয়।

পুরান ঢাকায় রয়েছে নানা ধর ব্যবসায়ী এলাকা। ছোটবড় কিছু [illegible] কাপড়ের ব্যবসা, বাংলাবাজারে পু ব্যবসা, সদরঘাটে গার্মেন্টস কি গার্মেন্ট এক্সেসরিজ ব্যবসা, ধোলাইখ মোটর পার্টসের ব্যবসা ইত্যাদি। এ উৎস থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় জগন্নাথের ছাত্র নেতাদের পকে নীরব চাঁদাবাজির শিকার হন পু ঢাকার ব্যবসায়ীরা। বাংলাবাজা একজন প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'অনে খাল কেটে কুমির আনার মতো অ ছাত্রনেতাদের চাঁদা আদায়ের সু করে দিই। হয়তো ব্যবসায়ে লেনদে বাকি টাকা আদায় কিংবা ব্যবসা বিরোধ মেটাতে আমরা নিজে তাদের ডেকে আনি। এসব ব তাদের দিতে হয় নির্দিষ্ট হারে হি জগন্নাথের বিপরীতে অবস্থিত আরা হোটেল ছাত্রনেতাদের বিনা খাওয়াতে আর চাঁদা দিতে দিতে উঠার দশা হয়েছে। এ কারণেই এ হোটেলের মালিক বদল হ তিনবার।